



লেকচার ১৪ : ইসরা ও
মেরাজের অলৌকিক সফরে
তবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেখকচাঁর ১৪ : ইসরা ও মেরাজের অলৌকিক সফরে নবীজি (সঃ)।

দুনিয়ার জগতে নবীজির বিস্ময়কর ভ্রমণ বা ইসরা -

নবুওতের দশম বছর নবীজির জীবনের একটি তাৎপর্যবহু কাল। এ বছর তাঁকে এমন দুটি বর্ণাঢ্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়, যা নানা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ—ইসরা ও মেরাজ হলো সেই দুটি অভাবিত সম্মাননা। ইসরা একটি বিস্ময়কর ভ্রমণপর্বের নাম, যার ব্যাপ্তি পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভ্রমণের আরেকটি পর্ব রয়েছে, যার সীমারেখা ছিল উর্ধ্বজগতে। তার নাম মেরাজ।

এক রাতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল ও মিকাইল আলাইহিস সালাম আগমন করে বললেন, ‘আমাদের সাথে চলুন।’ একটি অদ্ভুত জন্তু তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলো—এটি ছিলো বোরাক নামী একটি জাল্লাতি বাহন। নবীজিকে তাতে আরোহণ করানো হলো; যার গতি এতই দ্রুত ছিলো যে, জন্তুটি যেখানে চোখ ফেলতো, সেখানে গিয়েই তার পা পড়তো। এমনই দ্রুত গতিতে তাঁকে প্রথমে সিরিয়ার আল-আকসা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণকে নবীজীর সম্মানে সমবেত করেছিলেন। এখানে পৌঁছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আজান দিলেন। সকল নবী-রাসূলগণ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, ইমামতি কে করবেন? হযরত জিবরাঈল নবীজির হাত মোবারক ধরে তাঁকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিলেন। তিনি সকল নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণের নামাযের ইমামতি করলেন।

উর্ধ্ব জগতে নবীজির বিস্ময়কর ভ্রমণ বা মেরাজ -

নামাজ শেষে সেখানেই পৃথিবীর সফর শেষে হয়। এরপর ক্রমানুযায়ী তাঁকে আসমানসমূহে ভ্রমণ করানো হয়। প্রথম আকাশে হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালাম, তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আকাশে

হারুন আলাইহিস সালাম, ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহায় যান। পথিমধ্যে হাউজে কাউসার অতিক্রম করেন। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে মহান আল্লাহর সেসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ অবলোকন করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যে পর্যন্ত পৌঁছেনি। এরপর জাহান্নামকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়, যা সব ধরনের শাস্তি এবং কঠোর ও তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর ছিল—যার সম্মুখে লোহা ও পাথরের ন্যায় কঠিনতর বস্তুও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। সেখানে তিনি একদল লোককে দেখতে পেলেন, যারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করছে। তিনি জানতে চাইলেন, ‘এরা কারা?’ হযরত জিবরাইল বললেন, ‘এরা সেসব লোক, যারা লোকদের গোশত ভক্ষণ করতো—অর্থাৎ গিবত করতো বা পরনিন্দা করে বেড়াতো।’ এখানে তিনি এছাড়াও নানা কিসিমের অপরাধীদের এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ভিন্ন-ভিন্ন শাস্তির ভয়ালতম অবস্থা দেখলেন।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হন এবং হযরত জিবরাঈল সেখানেই থেমে যান। কারণ, ঐ সীমানার সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি তাঁর ছিলো না। এ সময় নবীজী মহান আল্লাহর দিদার বা দর্শন লাভ করেন। সঠিক মতানুযায়ী এই দর্শন অন্তর দ্বারা নয়, বরং চোখের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সকল মুহাক্কিক সাহাবায়ে কেলাম ও ইমামগণের অভিমতও তা-ই। সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই নামায ফরয হয়। এরপর তিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

|

পৃথিবীতে গমন -

ইসরা ও মেরাজের বিস্ময়কর ভ্রমণ শেষ হওয়ার পর তিনি যখন দুনিয়াতে ফিরে আসেন, তখন তাঁর এই ভ্রমণের কথা দ্রুতই মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেউ হাততালি দিয়ে উপহাস করতে থাকে, আবার কেউ হতবাক হয়ে মাথায় হাত রাখে। আর কেউ কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে

সবাই নবীজিকে কুটিল প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। তারা জানতে চায়, ‘আচ্ছা বলো দেখি, বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণশৈলী কেমন আর তা পাহাড় থেকে কত দূরে অবস্থিত? এমনকি, মসজিদে আকসার জানালা-দরজা কয়টি? কুরাইশরা তাও জানতে চায়। বলা বাহুল্য যে, এ সকল বিষয় কেউ গণনা করে রাখে না। নবীজি খুবই অস্বস্তি অনুভব করলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ভিন্নরকম। তখনই মুজিয়াস্বরূপ মসজিদে আকসাকে নবীজির সামনে তুলে ধরা হয় আর তিনি সবকিছু গুনে-গুনে বলতে থাকেন। এমনভাবে তারা আরও বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে আর নবীজি সেগুলোরও উত্তর দিতে থাকেন। কুরাইশরাও সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো যে, ‘মসজিদে আকসার বর্ণনা ও বিবরণ তো তিনি ঠিকঠাকই বর্ণনা করে দিলেন!’

তারপর তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললো, ‘তুমি কি বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ এক রাতে মসজিদে আকসায় পৌঁছে পুনরায় ফিরে এসেছেন?’ হযরত আবু বকর উত্তরে বললেন, ‘আমি তো এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি। যেখানে সকাল-সন্ধ্যার সামান্য ব্যবধানে আসমানি সংবাদসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, সেখানে এই সামান্য ব্যাপারে কি সংশয় হতে পারে?’ এ সন্তায়নের ফলে তাঁর উপাধি ‘সিদ্দিক’ হয়।

এছাড়াও, নবীজি ইসরা ও মেরাজ শেষে যখন বোরাকে করে পৃথিবীতে—তাঁর শহর মক্কার দিকে ফিরে আসেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন। এদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তাঁরা নবীজির কণ্ঠ চিনতে পারে এবং মক্কায় ফিরে আসার পর এর সাক্ষ্যও প্রদান করে।¹

¹ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৩৫-১৩৮/আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ১৪৮-১৫০/ সিরাতে খাতামুল আশিয়া, পৃ: ৪৫-৪৮

শিক্ষণীয় বিষয় -

আজকের দরসে শিক্ষণীয় বিষয় শিরোনামে আমরা কয়েকটা আপত্তির জবাব জানবো।

১. ইসরা বা মেরাজের এই ঘটনা নিয়ে বর্তমানে অনেক প্রাচ্যবিদরা সংশয় সৃষ্টি করে বলে যে, যুক্তি এবং বাস্তবতার বিচারে এই ঘটনা কোনভাবেই ঘটতে পারে না। কারণ, একরাতে এতকিছু কোনভাবেই সম্ভব নয়!

উত্তর: এখানে মূল কথা হলো- আপনি ইসরা বা মেরাজকে কীভাবে বিচার করছেন? এটাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করাটাই মূলত ভুল। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো বলেই দিয়েছেন, এটা মুজিয়াস্বরূপ ঘটানো হয়েছে। সুতরাং, যুক্তির কথা বলাটাই ভুল। কারণ, মুজিয়া মানেই তো যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের বিষয়।

২. বর্তমানে আমরা জানি যে, এমন কিছু বিমান বা রকেট আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলো আওয়াজের চেয়েও দ্রুত চলে। মানুষের আবিষ্কার যদি এত দ্রুতগতিতে চলতে পারে, তাহলে মানুষের রবের আবিষ্কার কি এরচেয়ে দ্রুত চলতে পারে না? মাইন্ড ইট...

৩. বর্তমানে মানুষই তো চাঁদসহ বিভিন্ন গ্রহে যেতে পারে, তাহলে মানুষের রব কি তাঁর চেয়ে শক্তিশালী নন? তিনি কি তাঁর রাসুলকে আকাশের উপর নিতে পারেন না?

আসলে ইসরা বা মেরাজকে অস্বীকার করার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো- মেরাজে ঘটিত সবকিছুকে অস্বীকার করা। আর আমরা জানি যে, মেরাজেই নামাজ ফরজ করা হয়েছিল। যদি ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামাজকে অস্বীকার করা যায়, তাহলে অন্যান্য রুকনকে অস্বীকার করা আরো সহজ হয়ে যাবে। তাদের দূরভিসন্ধি হলো এটাই। ভিন্ন কিছু নয়। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, আমীন।